দ্বন্দ্ব

Released 5-6-1943

কাহিনী · হেমেন গুপ্ত

সংলাপ · বুদ্ধদেব বসু

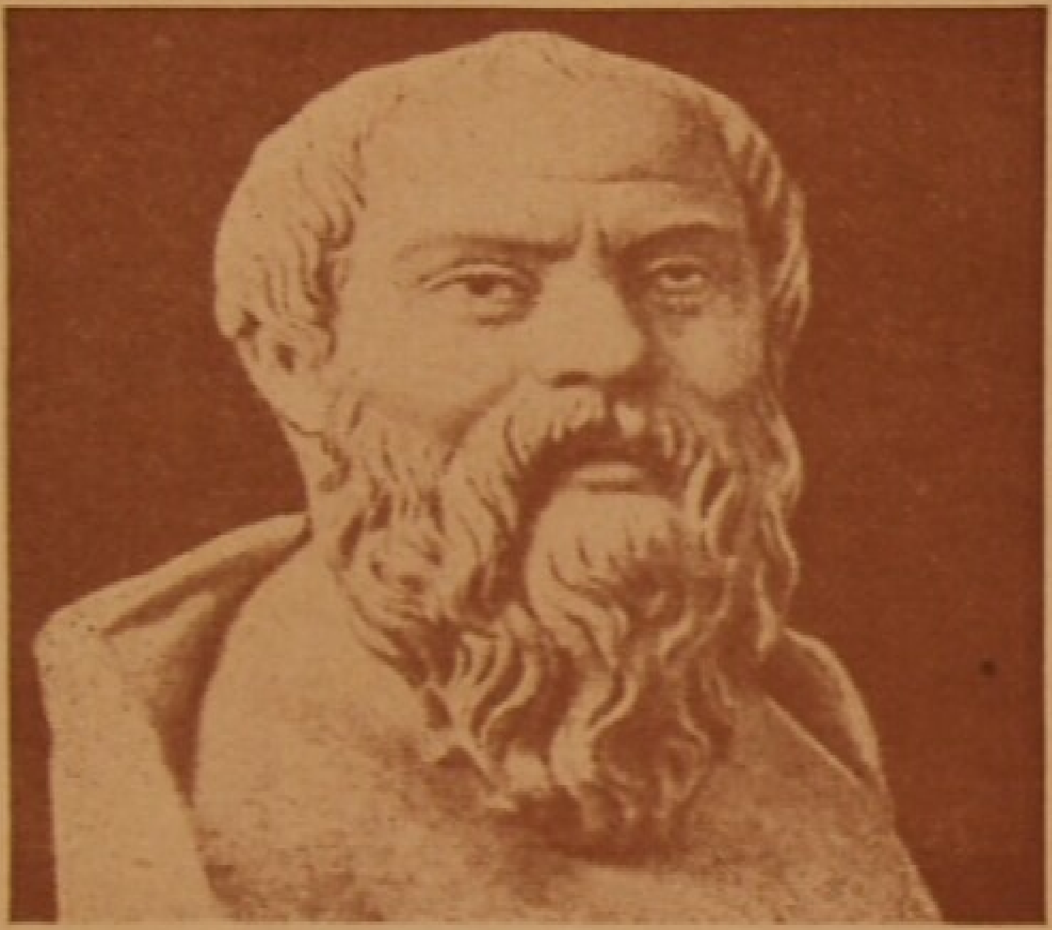

সক্রেটিসের উপদেশ

এথেনস্-এর কারাগার। মহাজ্ঞানী সক্রেটিস প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করছেন প্রহরীর জন্য। নির্দ্ধারিত সময়ে প্রহরী এল হেমলক-বিষপূর্ণ পাত্র নিয়ে। প্লেটো দাঁড়িয়ে আছেন নীরবে এক পাশে। সময়ের ইঙ্গিত বহন ক'রে ঘড়ির কাঁটা নিঃশব্দে সরে গেল। বিষ-পাত্র হাতে তুলে নিলেন সক্রেটিস। তারপর প্লেটোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: "এই কথাটা ভুলো না, সময়নিষ্ঠাই মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি।" সক্রেটিসের এই মূল্যবান কথাটি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি ব'লেই, আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

"দ্বন্দ্ব" ছবির প্রচার কার্য্য সম্পর্কিত যাবতীয় ব্লক তৈরীর ভার নিয়েছিলেন মেসার্স রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট। ব্লক নির্ম্মাণের কাজে এঁদের নৈপুণ্য যেমন অসাধারণ, তেমনি প্রশংসনীয় এঁদের কর্ম্মতৎপরতা।

প্রযোজক, আর্ট ফিল্মস

রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট

প্রসেস এনগ্রেভারস · কালার প্রিন্টারস

৭/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা · ফোন-বি, বি, ৬০১

আর্ট ফিল্মসের প্রথম বাণী-চিত্র

দ্বন্দ্ব

"Pictures, not which afford us a cowering enjoyment, but in which each thought is of unusual daring; such as an idle man cannot understand, and a timid man would not be entertained by, which even make us dangerous to existing institutions: such I call good pictures."

Bernard Shaw.

প্রযোজক - শ্রীঅমিয়কুমার বসু

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক—হেমেন গুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালক	শৈলেশ দত্তগুপ্ত	আলোকচিত্রশিল্পী	অজয় কর
গীতিকার	শৈলেন রায়	শব্দযন্ত্রী	গৌর দাস
আবহ-সঙ্গীত	সত্যদেব চৌধুরী	রসায়নাগারিক	ধীরেন দাসগুপ্ত
নৃত্য পরিকল্পনা	ভাস্কর সেন	সম্পাদক	সন্তোষ গাঙ্গুলী
	অমিতা দেবী		
শিল্প নির্দ্দেশক	তারক বসু	স্থিরচিত্রশিল্পী	গোপাল চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপক	সুধীর সরকার	আলোকনিয়ন্ত্রক	সুরেন্দ্রনাথ চট্টোঃ

— সহকর্ম্মীবৃন্দ —

পরিচালনায়—প্রতুল ঘোষ ও মণি বাগচি

আলোকচিত্রে	এম, রহমান, দশরথ	শব্দযন্ত্রে	সত্যেন ঘোষ
		রসায়নাগারে	শম্ভু সাহা, দীনবন্ধু চ্যাটার্জি, মথুরা ভট্টাচার্য্য, সুরেশ রায়
সম্পাদনায়	কমল গাঙ্গুলী		
স্থির চিত্রশিল্পে	সত্য সান্যাল, রেবন্ত ঘোষ		
প্রচার চিত্রাঙ্কণে	কান্তি সেন, আশু বন্দ্যোঃ	আলোকনিয়ন্ত্রণে	রামেশ্বর মুখোঃ নারায়ণ চক্রঃ, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, প্রমোদ সরকার, তিনকড়ি বসু।
ব্যবস্থাপনায়	তারক পাল, শঙ্কর ঘোষ		

প্রচারসচিব — ভবানী রায়

কর্ম্মসচিব — অনিল মল্লিক

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

এই চিত্রে প্রদর্শিত ল্যাবোরেটরীর যন্ত্রপাতি, "জিমি" কুকুরটি এবং "রেবা" কুকুরটি যথাক্রমে ক্যালকাটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ্চ এসোসিয়েসন, ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুরের সৌজন্যে।

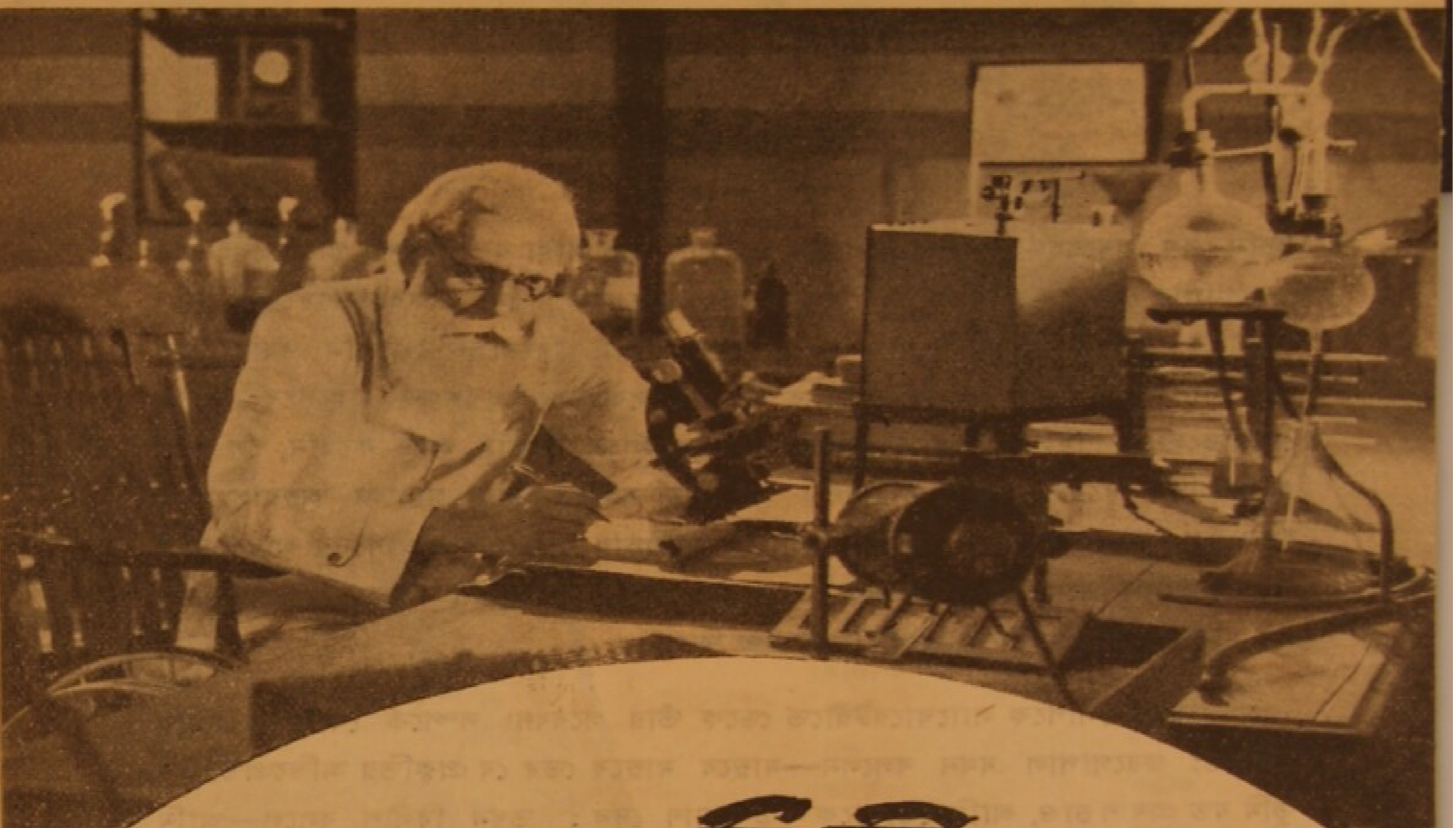

কাহিনী

ডক্টর জয়গোপাল মুখার্জ্জি ছিলেন সেই জাতের মানুষ যিনি মনেপ্রাণে রক্ষণশীল হ'য়েও বিজ্ঞানের প্রাধান্য কোনোমতেই অস্বীকার করতেন না। তিনি নিজে একজন মস্ত বড়ো বৈজ্ঞানিক। নৃ-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য সুধী সমাজের নিকট সুপরিচিত। হেরিডিটিতে অর্থাৎ বংশ-পারম্পর্য্যে তিনি যেমন গভীর আস্থাবান ছিলেন, তেমনি তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, উঁচু জাতের রক্তের সঙ্গে নীচু জাতের রক্তের সংমিশ্রণ ঘট্‌লে পরে, শুধু বংশগত নয়, জাতিগত অধঃপতন অনিবার্য্য। তাই আধুনিক হিন্দুসমাজে প্রচলিত অসবর্ণ বিবাহের অসারতা বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রমাণ করবার জন্যে, দীর্ঘকাল যাবৎ নিজের ল্যাবোরেটরীতে তিনি এই নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করছেন।

দিলীপ তাঁর একমাত্র ছেলে। তাকে তিনি মানুষ :করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন একেবারে স্বতন্ত্র-ভাবে। নিজেদের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি এত বেশী সচেতন ছিলেন যে, তাঁর ছেলে যে একটা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশের ধারাকে বহন করছে এই বিষয়ে দিলীপকে

দ্বন্দ্ব

তিনি সব সময়েই অবহিত রাখতেন। আর এই ধারা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই জন্ত জয়গোপাল ছেলেকে বাইরের জগতের কারো সঙ্গে মেলা মেশা করতে দিতেন না। আধুনিক শিক্ষার সমস্ত সুযোগ তাকে যেমন তিনি দিয়েছেন, তেমনি সর্ব্বদা তার তত্ত্বাবধান করবার জন্য এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তার গৃহ-শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত রেখেছিলেন। দিলীপ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাই লাভ করেনি, সে ছিল অনেক দিক দিয়েই একটু অ-সাধারণ। সাহিত্যে সঙ্গীতে তার আবাল্য অনুরাগ এবং যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ যুবক, তখন সে আবিষ্কার করলে তার জীবনের আদর্শ তার বাপের আদর্শ থেকে শুধু পৃথক নয়, একেবারে তার বিপরীত। জয়গোপাল ছেলের এই মানসিক গঠন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু দিলীপকে ল্যাবোরেটরীতে ডেকে তাঁর গবেষণা সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ জয়গোপাল যখন বললেন—মানুষে মানুষে ভেদ যে প্রকৃতির অভিপ্রেত, এর তুমি যত প্রমাণ চাও, আমি তোমাকে তত প্রমাণ দেব; তখন দিলীপ বললে—আমি আমার প্রাণের মধ্যে অনুভব করি যে সমস্ত মানুষ সমান। জাতিভেদ অন্যায়, জাতিভেদ পাপ.........

পিতাপুত্রের বিতর্কের মাঝখানে এসে দাঁড়ান বিজয়া—মূর্ত্তিমতী স্নেহ। তিনি বুঝতে পারলেন এদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য; তবু যতটা পারেন বিজয়া ছেলেকে সামলে নিয়ে চলেন।

দিলীপের জীবনে ছিল শুধু স্বপ্ন, ছিল না কোনো বৈচিত্র্য। অমিতাকে উপলক্ষ্য ক'রে সেই বৈচিত্র্য এলো এক দিন অপ্রত্যাশিতভাবে। তার দেহে ও মনে এলো বিস্ময়, এলো জাগরণ আর সেই সঙ্গে এলো এক নতুন অনুভূতি। সে অনুভূতি অমিতার জাতিবর্ণ বিচার করলো না; বর্ণগত ব্যবধান স্বীকার করলো না।

—রূপায়ণে—

অহীন্দ্র	অমিতা
ছবি	স্মৃতি
ধীরাজ	দেববালা
জহর	রাজলক্ষ্মী (বড়)
ইন্দু	কল্পনা
আশু	মায়া
সুশীল	সন্ধ্যা
হরিমোহন	বেলারাণী
শচীন মিত্র	মীরা দত্ত
রবি বিশ্বাস	প্রভৃতি
বাদল চট্টোঃ	
অজিত রায়	

মাষ্টার নিমাই

আর্ট ফিল্মস

জীবনের পথে এমনি একটি সঙ্গিনী বোধ করি সে চেয়েছিল যার সান্নিধ্যে এসে সে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবে। তাই ত অমিতার বাবা দীনবন্ধুকে সে অনায়াসেই বল্‌তে পেরেছিল—

"অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।"

দিলীপের ভাবান্তর জয়গোপালের দৃষ্টি এড়ালেও, তার মায়ের দৃষ্টি এড়ায়না। অমিতা-দিলীপ প্রসঙ্গ জানবার পর তিনি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাই তাদের যে মেলামেশা চলছিল মায়ের অগোচরে, সেটা বিজয়ার ইচ্ছাতে সহজ হয়ে গেল। মায়ের এই উদারতায় দিলীপের বুক ভরে ওঠে।

অমিতা—শ্রীমতী অমিতা পাল। নৃত্যপটিয়সী প্রিয়দর্শনা এই একমাত্র মেয়েকে দীনবন্ধু মানুষ করেছেন এক উদার পরিবেশের মধ্যে। মানুষের চিত্ত জয় করবার সহজ ক্ষমতা ছিল মেয়েটির করায়ত্ত। তাই প্রথম দিনের আলাপে সে শুধু বিজয়াকে

নয়, অমন যে ব্যক্তিত্বশালী দৃঢ়চিত্ত বৈজ্ঞানিক জয়গোপাল, তাঁকে পর্য্যন্ত সে বশ ক'রে ফেল্‌লে। অমিতা দিলীপের কাছে আরো প্রিয়তরা হয়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক ল্যাবোরেটরীতে নিঃসঙ্গভাবে কাজ করেন—বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেন বিধাতার ওপর। দীনবন্ধুর সঙ্গে আলাপের সময় বর্ণ সঙ্কর্য্য সম্বন্ধে যেসব তথ্য বলেন, সঙ্গীতপ্রিয় দীনবন্ধু তার প্রতিবাদ ক'রে সকলের ওপর বিধাতার প্রাধান্যই আরোপ করেন।

কিছুদিন গেল এইভাবে। এই সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়ে দিলীপ ও অমিতা পরস্পরের প্রতি যত এগিয়ে এসেছে, ততই অমিতা বুঝতে পেরেছে তাদের দুজনার মিলনের পথে ভিন্ন রক্তস্রোতের প্রশ্নই একদিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

"বুঝলে অমিতা, অসবর্ণ বিবাহ মানেই সমস্ত জাতির অধঃপতন—"

"আপনার ছেলেরও কি এই মত ?"

"নিশ্চয়ই—ও আমার ছেলে তো, মুখুয্যে বংশের পবিত্র রক্তই তো ওর শরীরে বইছে······না, না মুখুয্যে বংশের আদর্শের অবমাননা ও করবেনা, করতে পারেনা।"

একদিন ল্যাবোরেটরীতে জয়গোপাল তাঁর রিসার্চ্চের বিষয় শোনাতে শোনাতে এইসব কথা তাকে বলেছিলেন, তা থেকে বুদ্ধিমতী অমিতা এইটুকু বুঝে নিয়েছিল যে তাদের সুখস্বপ্ন একদিন ভেঙ্গে যাবে।

অমিতা সাবধান হলো, প্রথম প্রণয়ের উচ্ছ্বাস সংযত ক'রে নিজেকে কঠিন করলো। মন তার দিলীপের জন্যে উন্মুখ, কিন্তু নিজের প্রেমের চরিতার্থতার জন্যে সে এক বৈজ্ঞানিকের, এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের আশাভঙ্গের কারণ হবে, এই চিন্তাই তার কাছে বড়ো হলো। দিলীপকে সে যথার্থ ভালোবাসে বলেই, তার অকল্যাণের কারণ সে হতে পারবেনা, অমিতা যখন মনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত করেছে, সেই সময় এলো হেমলতার অপ্রত্যাশিত কঠিন অনুশাসন—

"শোনো, তুমি আর দিলীপের সঙ্গে একেবারে মিশ্‌তে পারবেনা, একবারও তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।"

অন্ধকার নিশুতি রাতে অমিতার জানলার কাছে দিলীপের উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠস্বর! "তোমাকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। তোমাকে আমি বিয়ে করবো, যেমন করে পারি তোমাকে আমি বিয়ে করবো, অমিতা।"

অমিতার অন্তঃস্থল কেঁপে ওঠে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে। আবিষ্টের মত সে বলে ওঠে—"না, না, না। তোমার বাবা, তাঁর সারা জীবনের সাধনা, তাঁর আবিষ্কার—তোমাদের বংশ, জাতি, সমাজ........."

*   *   *   *

এলগিন রোডের ফ্ল্যাট। দুটি প্রাণীর সংসার। সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে, নিশ্চিন্ত আরামে অমিতার সর্ব্বজয়ী প্রেমের মধ্যে দিলীপ তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। নির্দ্দিষ্ট পুঁজি ব্যয়ের ছিদ্রপথ দিয়ে শীঘ্রই নিঃশেষ হতে লাগলো। সংসারে তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাব সম্ভাবনা ঘোষণা ক'রে বছর ঘুরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থের অসচ্ছলতাও দেখা দিল। আগের চেয়ে

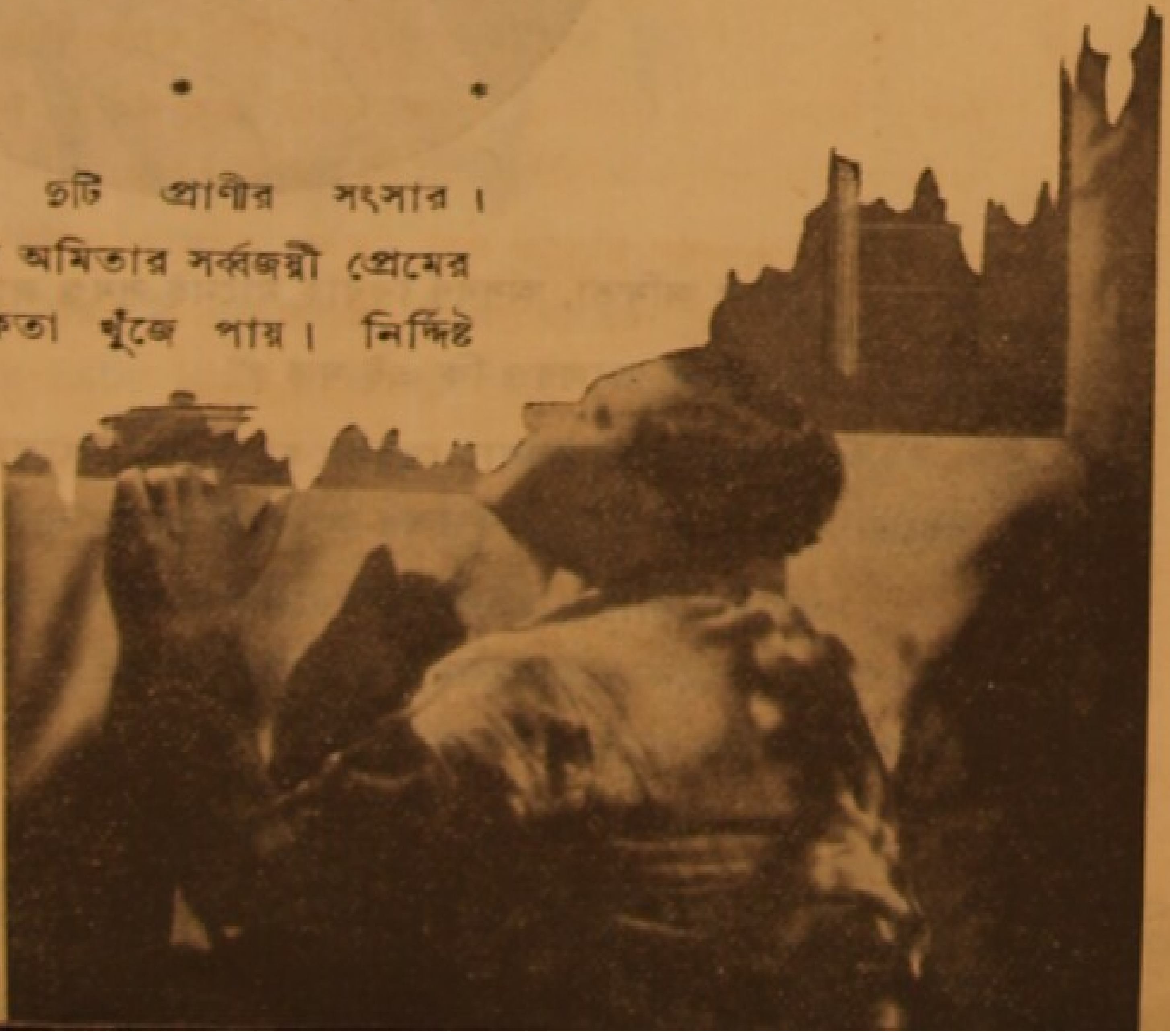

অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ার একটা ছোট ফ্ল্যাটে তারা উঠে এল। অনেক চেষ্টা করেও দিলীপ একটা সামান্য চাকরী কিছুতেই জোটাতে পারে না। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে আবাল্য প্রতিপালিত, কেমন করে পরের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়, সে শিক্ষা দিলীপ কথনো পায়নি। পৃথিবীর এমন কদর্য্য রূপের সঙ্গে তার কথনো পরিচয় হয়নি।

অভাব ও দারিদ্র্যের বহু ক্ষত চিহ্ন একে দিয়ে ছ'বছর কেটে গেল। বস্তীর আলোবাতাসহীন বাড়ী। সে দিলীপ আর নেই, ফুলের মত নিষ্পাপ, সহজ, সরল, সেই উদার মহৎ তরুণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কঠোর নিষ্পেষণে দলিত, মথিত হয়ে গেছে। এথন সে মত্তপ, ছন্নছাড়া, লক্ষভ্রষ্ট। তার মেজাজ এথন হয়েছে রুক্ষ, তিক্ত, এথন সে অল্প কথাতেই অমিতার ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। অমিতা অমিতাই আছে। এত দুঃথ কষ্ট লাঞ্ছনার মধ্যেও ছেলের মুথ চেয়ে সে ভবিষ্যতের নতুন স্বর্গরচনার স্বপ্ন দেথে।

তারপর বহু ও বিচিত্র ঘটনার গতিপথে, চল্‌তে চলতে বৈজ্ঞানিক জয়গোপালকে এই অমিতার কাছেই এসে একদিন স্বীকার করতে হলো: "ভুল, ভুল,—সব ভুল, অমিতা, সব ভুল। সমস্ত জীবনের সাধনা আজ এক মুহূর্ত্তে মিথ্যা হয়ে গেল……ঐতো

"ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া;
শপথ করে বিপথ ব্রত নেবো
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।"

"Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint and heard great argument
About it and about; but ever more
Came out by the same door as in I went."

আমার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আমার বিজ্ঞান, আমার তপস্যার শেষ ফল—আমার দাদু···উঁচু নীচুতে মিশ্রণ হলে সন্তান যে নিকৃষ্ট হবেই, তা বোঝাবার জন্যে আমি পাঁচশো পাতার একখানা বই লিখে ফেলেছি, কিন্তু আজ আমার দাদু এসে সেই বইতে আগুন ধরিয়ে দিলে······”

পরে তাঁকে এ কথাও বল্‌তে হোলো— সৃষ্টি ত' বিধাতারই।”

এই চিত্রের নামকরণ ক'রেছেন
শ্রীশোভা রায়।

গান

(১)

আমার মনের পথে যার আসা-যাওয়া
সে কি আপন জনা, মোর আপন জনা।
যার স্বপন-দোলায় মোর হৃদয় দোলে
মোর পরান খানিরে করে যে আনমনা
সে কি আপন জনা, মোর আপন জনা।
চাঁদের চোখে কি গো তারই মায়া
মোর নদীর বুকে রচে আপন ছায়া
সে কি আভায় দিয়ে প্রাণে রাঙিয়ে তোলে
মোর হৃদয়-কবির বুকে যে কল্পনা।
সে কি আপন জনা, মোর আপন জনা।
সে কি ব্যথার দূতী বাঁধে বেদন-ডোরে।
মোর চোখের জলে আনে শ্রাবণ-ঝরা
তারে যায়না ধরা, তবু তারই লাগি
মোর হৃদয় খানি যে আজ বাঁধন-পরা।
সে কি গন্ধ হয়ে এলো মনের ভুলে
হেলায় ফোটা মোর বনের ফুলে
সে যে মিলায় শেষে শুধু ক্ষণিক হেসে
(যেন) ফুলের চোখে আলো-শিশির কণা
সে কি আপন জনা, মোর আপন জনা।
[অমিতার গান]

(২)

তুমি আর আমি স্বর্গ করিব রচনা
এই ধরণীতে আজও ফোটে ফুল
আকাশে চাঁদের জোছনা।
প্রেমের কবিতা গানে গানে
দুজনে শোনাবো প্রাণে প্রাণে
দুঃখের পথে আলো দিতে মোরা
দুজনার আছি দুজনা।
চারি চক্ষের মিলন আলোকে
দুজনারে লবো চিনে
ধুলার স্বর্গে আর কিছু নাই
তুমি আর আমি বিনে।
যে পাখী গাহিছে মনে মনে
তারই গান শোনো বনে বনে
মিটাতে যে ক্ষুধা, প্রাণে আছে সুধা
সে কথা ভুলিয়া রবনা।
[দিলীপ ও অমিতার গান]

(৩)

হারানো দিনের হারা হাসি যত
ফিরায়ে দিওগো তারে।
দিওগো ভুলায়ে আমারি এ বেদনারে।
নূতন দিনের আলোকের বাণী
ঘুচাবে আঁধার জানি ওগো জানি,
হিমঋতু গেলে আসে বসন্ত
শুকানো বনের ধারে।
নূতন স্বর্গ করিব রচনা
ভুলিব দুঃখ ব্যথার শোচনা
ফিরায়ে আনিব জীবনে ফুলের
হারানো সে সুধমারে।
[অমিতার গান]

(৪)

গোলাপ বলে এলে কি অলি (হায়)।
এখনি বনে জাগিবে কলি।
ভ্রমরের মধু গানে
সুরভি জাগিল প্রাণে
মধুবনে বঁধু সনে
প্রাণে প্রাণে খেল হোলি।
[রতনের গান]

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ :: কলিকাতা।

Edited by : B. Roy and Published by Moni Bagchi from Art Films, 7/1-C, Lindsay St., Calcutta and engraved by Reproduction Syndicate and Printed by N. C. Roy at the Imperial Art Cottage, 1A, Tagore Castle Street, Calcutta.